রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১, ২০০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন.

তারিখ, ৩০শে অক্টোবর, ২০০১ইং/১৫ই কার্তিক, ১৪০৮বাং

এস,আর,ও নং ৩০৬/আইন—Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976) এর Section 82 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যাহা উক্ত Ordinance এর Section 82 এর sub-section (1) এর প্রয়োজন মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ইং মোতাবেক ১২ই আশ্বিন, ১৪০৬ বাং তারিখের এস,আর,ও নং ২৮৬-আইন/৯৯ দ্বারা প্রাক- প্রকাশনা করা হইয়াছিল, যথা ঃ—

অধ্যায়-১

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (লাইফ সেভিং) বিধিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় ঃ—

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ;

(খ) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976) ;

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(গ) "অনুমোদিত" অর্থ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ;

(ঘ) "উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত উন্মুক্ত জাহাজ ;

(ঙ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e)তে সংজ্ঞায়িত "Inland Ship" ;

(চ) "ট্যাংকার" অর্থ ট্যাংকে প্রচুর পরিমাণ তরল (in bulk) পদার্থ বহনের জন্য ব্যবহৃত জাহাজ ;

(ছ) "ডাম্ব বার্জ" অর্থ মালামাল বা প্রচুর পরিমাণ তরল পদার্থ বহনের জন্য ব্যবহৃত এমন জাহাজ, নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জাম যাহা স্ব-প্রচালিত নহে এবং যাত্রী বহন করে না ;

(জ) "ফেরী" অর্থ ১২ জন বা উহার অধিক যাত্রী ও যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত পরিকাঠামো বিশিষ্ট জাহাজ ;

(ঝ) "ভাসমান সরঞ্জাম" অর্থ ড্রেজার, ভাসমান ক্রেন, ইত্যাদির মত স্ব-প্রচালিত নহে এমন বিবিধ সরঞ্জাম যাহা ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় ;

(ঞ) "যাত্রী" অর্থ জাহাজ বা অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাষ্টার, অফিসার ও নাবিকগণ ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কম বয়সী শিশু যাত্রী উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না ;

(ট) "যাত্রীবাহী জাহাজ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত পানিরোধী ওয়েদার ডেক সম্বলিত জাহাজ এবং একাধিক ডেক বিশিষ্ট জাহাজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ; এবং

(ঠ) "সড়ক ফেরী" অর্থ ১২ জন বা উহার অধিক যাত্রী এবং এক বা একাধিক যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত উন্মুক্ত ফ্লাশ ডেক জাহাজ।

৩। **প্রয়োগ**।—ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **চিহ্নিতকরণ, ইত্যাদি**।—(১) সকল জীবন রক্ষাকরী যন্ত্র ও সরঞ্জামে জাহাজের নাম এবং নিবন্ধনকৃত বন্দরের নাম চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(২) যদি জাহাজ সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৬ টার মধ্যে চলাচল করে, তাহা হইলে জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জামসমূহের প্রতি পার্শ্বে পশ্চাৎ প্রতিফলনমূলক (Retro-Reflective Tap) সামগ্রী সংযুক্ত করিতে হইবে।

অধ্যায়-২

৫। **জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম এর জন্য সাধারণ করণীয় বিষয়।** —(১) সকল জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম ঃ—

(ক) যথাযথভাবে ও সঠিক সামগ্রী দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে ;

(খ) নৌযানে মজুতকৃত অবস্থায় ৬৫° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রায় এবং সমুদ্র বা নদীর পানিতে ব্যবহারের নিমিত্তে নিমজ্জিত হইলে ৩৮° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রায় ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না ;

(গ) পচনরোধী ও ক্ষয়রোধী হইতে হইবে এবং সমুদ্র বা নদীর পানি, তেল বা ছত্রাক আক্রমন অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিবে না ;

(ঘ) যে ক্ষেত্রে সূর্যালোকে অনাবৃত থাকিবে, সেই ক্ষেত্রে মানের অবনতি প্রতিরোধী হইতে হইবে ;

(ঙ) সকল অংশ অত্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য (উজ্জ্বল কমলা) রঙের হইতে হইবে যাহাতে উহা অতিসহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; এবং

(চ) অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) জরিপকার্য পরিচালনার সময় ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারকে জীবন রক্ষাকরী যন্ত্র বা সরঞ্জামের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং পরীক্ষান্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত যন্ত্র বা সরঞ্জামে এমন মানাবনতি ঘটিয়াছে যে, উহার ব্যবহার করা সমীচীন হইবে না, তাহা হইলে নতুন যন্ত্র বা, ক্ষেত্রমত, সরঞ্জাম দ্বারা উহার প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) নির্মাণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই লাইফবয়াসমূহের স্ব-প্রজ্জ্বলনকারী বাতিগুলি নবায়ন করিতে হইবে।

(৪) কোন বয়ন্ট (buoyant) এপারেটাসের নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) উহা এতটা মজবুত হইবে যেন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াই উহাকে উহার স্থাপনা হইতে পানিতে নিক্ষেপ করা যায় ;

(খ) উহার ওজন ১২০ কিলোগ্রামের অধিক হইবে না ;

(গ) উহা অনুমোদিত সামগ্রী দ্বারা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্মিত হইবে এবং বায়ুপূর্ণ প্লবতাবিশিষ্ট কক্ষের ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকিতে হইবে ;

(ঘ) ইহাতে একটি নৌকা বাঁধার দড়ি থাকিতে হইবে ;

(ঙ) উজানে অথবা ভাটিতে যেই দিকেই ভাসমান অবস্থায় থাকুক না কেন, উহা অবশ্যই কার্যকর এবং সুস্থির থাকিবে ;

(চ) ইহাকে অবশ্যই ইহার যে কোন পার্শ্বের দৈর্ঘ্য বরাবর ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লাইন বেকেটে সংযুক্ত ৬ কিলোগ্রাম পর্যন্ত লোহা পরিস্কার পানিতে বহন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে, যাহাতে বয়া-সরঞ্জামের উপরের পৃষ্ঠের কোন অংশ পানির নীচে ডুবিয়া না যায় ;

(ছ) বয়া-সরঞ্জামের চারিদিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত একটি লাইফ লাইন থাকিবে, যাহাতে যাহাদের উদ্দেশ্যে বয়া-সরঞ্জাম রাখা হইয়াছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি করিয়া বেকেট থাকে ; এবং

(জ) পরিস্কার পানিতে যে পরিমাণ বয়া-সরঞ্জাম ভাসিয়া থাকিবে সেই পরিমাণ লোহার ওজনকে দশ দ্বারা ভাগ করিয়া অথবা বয়া-সরঞ্জামের পরিধির সেন্টিমিটার সংখ্যাকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, উহার ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সমান সংখ্যক ব্যক্তির বয়া-সরঞ্জাম প্রত্যয়ন করা যাইবে।

৬। **লাইফ বয়ার গুণাগুণ**। —সকল লাইফ বয়া—

(ক) পরিস্কার পানিতে ১০ কিলোগ্রাম পরিমাণ ভর বহনে সক্ষম হইতে হইবে ;

(খ) অনুমোদিত সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হইবে এবং তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদির প্রভাস সহ্য করিতে সক্ষম হইবে ;

(গ) উজ্জ্বল কমলা রঙের হইবে ;

(ঘ) কমপক্ষে ২.৫ কিলোগ্রাম ভরসম্পন্ন হইবে ;

(ঙ) ৪৫০ মিলিমিটার +১০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট এবং অনধিক ৮৬০ মিলিমিটার বহির্ব্যাসবিশিষ্ট হইবে ;

(চ) হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিবার মতো একটি পরিবেষ্টিত দড়ির সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে ;

(ছ) ২০ মিটার উচ্চতা হইতে পানিতে পড়িবার সময়কার অভিঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইতে হইবে ;

(জ) লাইফ লাইন আমোচড়ানো প্রকৃতির, প্লবমান, অন্যূন ৮ মিলিমিটার ব্যাসের এবং অন্যূন ৫ কিলো-নিউটন (KN) ওজনবিশিষ্ট হইবে ; এবং

(ঝ) লাইপ বয়ার স্ব-প্রজ্জ্বলনকারী বাতি এইরূপ হইবে যে, ইহা পানি দ্বারা নির্বাপিত হইবে না এবং ২০ মিটার উচ্চতা হইতে পানিতে পড়িবার অভিঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইবে।

৭। **লাইফ জ্যাকেটের শর্ত।**—লাইফ জ্যাকেট—

(ক) অনুমোদিত নক্সার এবং অনুমোদিত সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে ;

(খ) পরিস্কার পানিতে ২৪ ঘন্টা ধরিয়া ৭.৫ কিলোগ্রাম ভর বহনে সক্ষম হইতে হইবে ;

(গ) একজন অবসন্ন বা সচেতন ব্যক্তির মাথা পানির উপরে তুলিয়া রাখিবার উপযুক্ত হইতে হইবে ;

(ঘ) এমনভাবে ডিজাইনকৃত হইতে হইবে যাহাতে উহা ভুলভাবে পরিধানেও কোন ঝুঁকি থাকার সম্ভাবনা না থাকে এবং উহা ভিতর দিক বাহিরে রাখিয়া পরিধানের উপযুক্ত হইতে হইবে ;

(ঙ) পানিতে প্রবেশের পর পরিধানকারীর শরীর উল্টাইয়া উলম্ব দিক হইতে পিছনের দিকে সামান্য কাত করিয়া নিরাপদ ভাসমান অবস্থানে রাখিতে সক্ষম হইবে ;

(চ) তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদির প্রভাব সহ্য করিতে সক্ষম হইবে ;

(ছ) উজ্জ্বল কমলা রঙের হইবে ;

(জ) সহজে ও দ্রুত পরিধানের উপযুক্ত এবং দৃঢ়ভাবে শরীরের সহিত আটকাইয়া থাকিবার উপযোগী হইবে ; এবং

(ঝ) নিম্নবর্ণিত বিবরণসমূহ সম্বলিত হইবে, যথা ঃ—

(১) নির্মাতার নাম,

(২) প্রকার,

(৩) নির্মাণের বৎসর, এবং

(৪) অনুমোদনের স্ট্যাম্প।

অধ্যায়-৩

৮। **সাধারণ।**—এই বিধিমালা সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং তাদের স্থাপনাকে মানিয়া চলিতে হইবে।

৯। **লাইফ বয়া।**—(১) হুইল হাউসের মধ্যে বা হুইল হাউসে যেকোন মূহুর্তে ব্যবহারের জন্য ৩০ মিটার দীর্ঘ প্লবমান লাইফ লাইন বিশিষ্ট দুইটি লাইফ বয়া রাখিতে হইবে।

(২) যদি জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম রাত্রিকালে তথা সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চরাচল করে, তাহা হইলে লাইফ বয়াসমূহের সহিত স্ব-প্রজ্জ্বলনকারী বাতি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) যদি জাহাজ ২০ মিটারের অধিক কিন্তু ৪০ মিটারের কম দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে উহাতে যে কোন মূহুর্তে ব্যবহারের জন্য জাহাজের প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করিয়া মোট দুইটি অতিরিক্ত লাইফ বয়া রাখিতে হইবে।

(৪) যদি জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম ৪০ মিটারের অধিক দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে উহার অগ্রভাগে ও পশ্চাৎভাগে একটি করিয়া উহাতে আরও দুইটি লাইফ বয়া যে কোন মূহুর্তে ব্যবহারের জন্য রাখিতে হইবে।

(৫) জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম এর পরিচালনা কালেলাইফ বয়াসমূহ আবদ্ধ স্থানসমূহের বাহিরে ও বাধাহীনভাবে অবমুক্ত করার মত অবস্থানে রাখিতে হইবে।

১০। **লাইফ জ্যাকেট**। — নাবিকদের কেবিনসমূহে বা দেওয়াল পরিবেষ্টিত স্থানসমূহের বাহিরে সুচিহ্নিত লকারে প্রত্যেক নাবিকের জন্য একটি করিয়া লাইফ জ্যাকেট সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। **পাইরোটেকনিক বিপদ সংকেত**। —(১) প্রত্যেক জাহাজ এবং ভাসমান সরঞ্জামে ৩টি অনুমোদিত প্যারাশ্যুট এবং ২টি অনুমোদিত হ্যান্ড ফ্লেয়ার রাখিতে হইবে।

(২) পাইরোটেকনিক চরম বিপদ সংকেতসমূহ নির্মাণের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই নবায়ন করিতে হইবে।

১২। **যাত্রীবাহী লঞ্চ বা ফেরি এবং মোটরগাড়িবাহী ফেরিসমূহের জন্য অতিরিক্ত করণীয়**। —বিধি ৯ এবং ১০ এ উল্লিখিত লাইফ বয়া ও লাইফ জ্যাকেট ছাড়াও প্রত্যেকটি যাত্রীবাহী লঞ্চ বা ফেরি এবং মোটরগাড়িবাহী ফেরিতে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যয়নকৃত যাত্রী সংখ্যার ১০% এর কম নহে এমন সংখ্যক লাইফ বয়া বহন করিতে এবং জাহাজে যে কোন মূহুর্তে ব্যবহারের জন্য সেই সব রাইফ বয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে ;

(খ) জাহাজের অন্যূন ১০% যাত্রী সংখ্যার জন্য যে প্লবমান সরঞ্জাম বহন করিতে প্রত্যয়নকৃত হইবে সেইগুলি অবাধ ভাসমান অবস্থানে জাহাজের সবচাইতে উপরের ডেক-এ রাখিতে হইবে ; এবং

(গ) যেসব জাহাজ রাত্রিকালে ২৫০ জন বা ততোধিক যাত্রী বহন করিতে প্রত্যয়নকৃত সেইসব জাহাজে অতিরিক্ত দুইটি প্যারাশ্যুট রকেট এবং দুইটি হ্যান্ড ফ্লেয়ার রাখিতে হইবে।

১৩। **সড়ক ফেরির জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনাদি**। —বিধি ৯ এবং ১০ এ উল্লিখিত লাইফ বয়া ও লাইফ জ্যাকেট ছাড়াও প্রতিটি সড়ক ফেরিতে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ১৫ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ফেরীর ক্ষেত্রে, চারটি অতিরিক্ত লাইফ বয়া,

(খ) ১৫ হইতে ২৫ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘের ফেরীর ক্ষেত্রে, ২০ জন ব্যক্তির জন্য আটটি অতিরিক্ত লাইফ বয়া এবং প্লবমান সরঞ্জাম,

(গ) ২৫ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে, ৪০ জন ব্যক্তির জন্য বারটি অতিরিক্ত লাইফ বয়া ও প্লবমান সরঞ্জাম, এবং

(ঘ) সকল অতিরিক্ত জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ও সরঞ্জাম যে কোন মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য হইতে হইবে এবং প্লবমান সরঞ্জাম অবাধ ভাসমান অবস্থানে রাখিতে হইবে।

১৪। **ট্যাংকারসমূহের জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনাদি।**—৯ এবং ১০ এ উল্লিখিত লাইফ বয়া ও লাইফ জ্যাকেট ছাড়াও প্রতিটি ট্যাংকার নিম্নবর্ণিত সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত হইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) স্ব-প্রজ্জ্বলনকারী বাতি সজ্জিত দুইটি লাইফ বয়া, এবং

(খ) দুইটি প্যারাশ্যুট রকেট ও দুইটি হ্যান্ড ফ্লেয়ার।

১৫। **ডাম্ববার্জ।**—প্রতিটি ডাম্ববার্জ অন্যূন দুইটি লাইফ বয়া বহন করিবে।

অধ্যায়-৪

১৬। **সাধারণ নির্গমণ দ্বার।**—(১) নাবিকদের প্রতিটি আবাসন স্থান ও কর্মস্থান হইতে খোলা ডেক এ যাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৬০০ মিলিমিটার প্রশস্ততা বিশিষ্ট অন্ততঃ একটি নির্গমন দ্বার থাকিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক যাত্রী স্থান হইতে খোলা ডেক পর্যন্ত অন্ততঃপক্ষে দুইটি নির্গমন দ্বার থাকিতে হইবে, যাহার একটি কমপক্ষে ৮০০ মিলিমিটার ও অপরটি ৬০০ মিলিমিটার প্রশস্ততা সম্পন্ন হইবে।

(৩) যদি স্থানটি ৫০ জন বা ততোধিক যাত্রীর জন্য নক্সাকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় নির্গমন দ্বার কমপক্ষে ৮০০ মিলিমিটার প্রশস্ত হইতে হইবে।

(৪) যদি কেবল একটি যাত্রীপথ বা সিঁড়ি যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য থাকে, তাহা হইলে উহার সুস্পষ্ট প্রশস্ততা কমপক্ষে ১০০০ মিলিমিটার হইতে হইবে, যাহা উন্মুক্ত যাত্রীবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে ৮০০ মিলিমিটার প্রশস্ত হইবে।

(৫) নির্গমন দ্বারসমূহ বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৭। **জরুরী নির্গমন দ্বার।**—যে সকল স্থানে দুইটির কম নির্গমন দ্বার থাকিবে, সেইসব স্থানের প্রত্যেকটি হইতে বাহির হইবার জন্য কমপক্ষে ৬০০×৬০০ মিলিমিটার আকারের ও বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি জরুরী নির্গমন দ্বার থাকিতে হইবে।

১৮। **সিঁড়ি।**—(১) সংযোগ দ্বারসমূহের সহিত সিঁড়িগুলি কমপক্ষে ৬০০ মিলিমিটার অবাধ প্রশস্ততা সম্পন্ন হইবে।

(২) অনুভূমিক অবস্থা হইতে সিঁড়ির কোণের আনতি (Inclination) নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যাত্রীদের সিঁড়িগুলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি,

(খ) নাবিকদের সিঁড়িগুলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ ডিগ্রি, এবং

(গ) ইঞ্জিন রুম, পাম্প রুম ও অনুরূপ স্থানসমূহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫৫ ডিগ্রি।

(৩) জরুরী নির্গমন দ্বার, জাহাজের খোল ও ট্যাংকসমূহে উলম্ব সিঁড়ি থাকিতে পারিবে।

১৯। **হাত রেলিং**। —(১) তিন বা ততোধিক ধাপ বিশিষ্ট সকল সিঁড়িতে কমপক্ষে একটি হাত রেলিং থাকিতে হইবে।

(২) সিঁড়িগুলি যদি ৮০০ মিলিমিটারের অধিক প্রশস্ত হয় তাহা হইলে উভয় পার্শ্বে হাত রেলিং থাকিতে হইবে।

২০। **প্রতিবন্ধকতা**। —(১) নির্গমন দ্বার, জরুরী নির্গমন দ্বার ও সিঁড়িগুলিতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারিবে না।

(২) যাত্রীবাহী জাহাজের কাঠামোর উন্মুক্ত স্থানসমূহের আচ্ছাদন বা ক্যানভাস আবরণ জরুরী পরিস্থিতিতে সহজে খুলিবার বা সরাইয়া ফেলিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(৩) উন্মুক্ত স্থানসমূহ দড়ি বা জাল দ্বারা আচ্ছাদিত করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাসির উদ্দিন
উপ-সচিব (জাহাজ)।

আবদুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।